ছোটদের
আদব সিরিজ

হোসাইন-এ-তানভীর

সত্যায়ন™
প্র কা শ ন
বইয়ের আলোয় রাঙাই সময়

স্বপ্ন ছড়াই বই নিয়ে

ছোটদের আদব সিরিজ

আল্লাহর সাথে আদব

সত্যায়ন
প্রকাশন

হোসাইন-এ-তানভীর

১ আল্লাহকে জানো, আদব মানো

ছোটদের আদব সিরিজ

ঘুম ও খাওয়ার আদব

সত্যায়ন
প্রকাশন

হোসাইন-এ-তানভীর

১ আল্লাহর নিরাপত্তায় ঘুমাতে যাই

এক রাতে আবু হুরায়রা কিছু খাবার পাহারা দিচ্ছিলেন। হঠাৎ দেখলেন, এক চোর এসে খাবার চুরি করছে। চোরটাকে ধরে ফেললেন আবু হুরায়রা। এরপর বললেন, 'আমি তোমাকে আল্লাহর রাসূলের কাছে নিয়ে যাব।'

চোরটা বলল, 'আমাকে ছেড়ে দাও। আমি গরিব মানুষ। বাড়ির লোকেরা না খেয়ে আছে!'

এ কথা শুনে দয়া হলো আবু হুরায়রার মনে। তিনি তাকে ছেড়ে দিলেন।

পরদিন সকালে আবু হুরায়রা গেলেন নবিজির কাছে। আবু হুরায়রাকে দেখেই নবি বললেন, "সাবধান, সেই চোর আবার আসবে!" হলোও তা-ই। পরপর তিন রাত চুরি করতে এল সে। প্রতিবারই তাকে ধরে ফেললেন আবু হুরায়রা। ধরা পড়লেই চোরটা বলত, 'আমি গরিব মানুষ। আমাকে ছেড়ে দাও। বাড়ির লোকেরা না খেয়ে আছে!' কিন্তু তৃতীয় রাতে চোরটিকে আর ছাড়লেন না আবু হুরায়রা। তিনি বললেন, 'আজ তোমাকে নবিজির কাছে নিয়েই যাব।'

চোরটি বলল, 'আমাকে ছেড়ে দাও। এর বিনিময়ে তোমাকে আমি এমন কিছু শেখাব, যা শিখলে তোমার উপকার হবে।' আবু হুরায়রা বললেন, 'সেটা আবার কী?'

ছোটদের আদব সিরিজ

সালাম ও সাক্ষাতের আদব

সত্যায়ন
প্রকাশন

হোসাইন-এ-তানভীর

১ সালামের শুরু জান্নাতে

প্রথম মানুষ ছিলেন আদম। তাকে সৃষ্টি করার পর আল্লাহ বললেন, “হে আদম, ওখানে বসে-থাকা ফেরেশতাদের সালাম দাও। তারা কী জবাব দেয়, মনোযোগ দিয়ে শোনো। কারণ ওটাই হবে তোমার ও তোমার সন্তানদের অভিবাদন।”

ফেরেশতাদের কাছে গিয়ে আদম বললেন, ‘আস-সালামু আলাইকুম।’ (আপনাদের ওপর সালাম।)

ফেরেশতারা জবাব দিলেন, ‘ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রহমাতুল্লাহ।’ (আপনার ওপরেও সালাম ও আল্লাহর রহমত।)

সালাম মানে শান্তি। এক মুসলিম আরেক মুসলিমের সাথে দেখা হলেই বলবে—‘আস-সালামু আলাইকুম।’ মানে আল্লাহ তোমাকে শান্তিতে রাখুন।

যারা জান্নাতে যাবে, তারা একজন আরেকজনকে এভাবে সালাম দেবে। আল্লাহও তাদেরকে সালাম দেবেন। তিনি বলবেন, ‘আস-সালামু আলাইকুম, ইয়া আহলাল জান্নাহ।’ মানে ‘হে জান্নাতবাসী, তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক।’

ভাবো একবার, কত সুন্দর এই অভিবাদন!

আলোচনাটি *সহীহ বুখারি*-এর ৬২২৭ এবং *ইবনু মাজাহ*-এর ১৮৪ নং হাদীস অনুসারে সাজানো হয়েছে।

ছোটদের আদব সিরিজ

খেলাধুলা ও আনন্দ করার আদব

হোসাইন-এ-তানভীর

সত্যায়ন
প্রকাশন

১ কুস্তি লড়লেন নবিজি

রুকানা নামের এক পালোয়ান ছিল মক্কায়। সে ছিল ভীষণ শক্তিশালী। কুস্তিতে তাকে হারাতে পারত না কেউ। একদিন রুকানা কুস্তি লড়ার প্রস্তাব দিলো নবিজিকে।

রুকানা বলল, 'আমি হেরে গেলে তোমাকে একটি ছাগল দেবো।'

এ কথা শুনে এক আঘাতেই রুকানাকে মাটিতে ফেলে দিলেন নবিজি। হেরে গেল রুকানা!

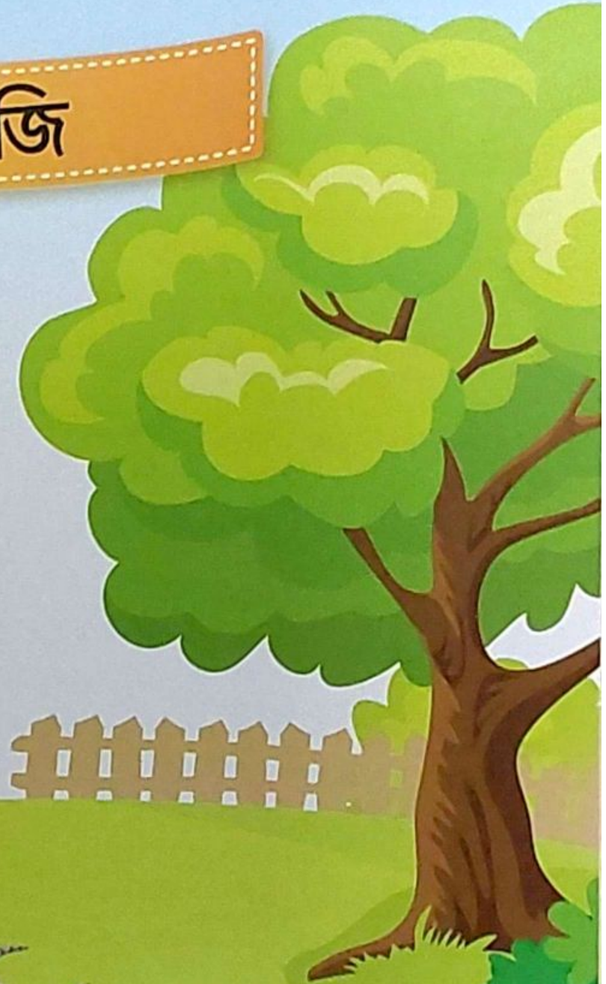

রুকানা বলল, 'আরেকবার কুস্তি হোক!' নবি ﷺ দ্বিতীয়বার লড়লেন। এবারও একটি ছাগল জিতলেন। এভাবে মোট তিনবার লড়াই হলো। প্রতিবারই রুকানা হেরে গেল। সে বিড়বিড় করে বলতে লাগল, 'আমি এখন বাড়ি গিয়ে কী বলব? একটা ছাগল বাঘে খেয়েছে, একটা পালিয়ে গেছে, আর আরেকটা? আরেকটার বেলায় কী বলব?'

নবি ﷺ বললেন, "আমি তোমার ছাগল পাওয়ার জন্য কুস্তি লড়িনি। তোমার ছাগল তুমি নিয়ে নাও।"

নবিজির উদ্দেশ্য ছিল রুকানার অহংকার ভুল প্রমাণ করা। যেন সে বুঝতে পারে—তার চেয়েও শক্তিশালী মানুষ আছে। তাই তার বিনয়ী হওয়া উচিত।

ঘটনাটি আবদুর রাযযাক, *আল-মুসান্নাফ*-এর ২১৯৮৭ নং হাদীস অনুসারে সাজানো হয়েছে।

ছোটদের আদব সিরিজ

পোশাক ও পবিত্রতার আদব

সত্যায়ন
প্রকাশন

হোসাইন-এ-তানভীর

১ প্রথম মানুষ, প্রথম পোশাক

প্রথম মানুষ ছিলেন আদম عليه السلام। তিনি ও তাঁর স্ত্রী ছিলেন জান্নাতে। তারা দুজন জান্নাতের পোশাক পরতেন। যেখানে ইচ্ছা যেতেন, যা খুশি খেতেন। মনের আনন্দে ঘুরে বেড়াতেন তারা।

শুধু একটি গাছের কাছে যাওয়া ছিল নিষেধ।

শয়তান ভাবল, 'আমি এদেরকে ওই নিষিদ্ধ গাছের ফল খাওয়াব!'

এই ফন্দি করে শয়তান গেল আদম عليه السلام ও তাঁর স্ত্রীর কাছে। শয়তান বলল, 'এই গাছের ফল খেলে তোমরা ফেরেশতা হয়ে যাবে! চিরকাল জান্নাতে থাকতে পারবে!'

এসব বলে শয়তান তাদের দুজনকে ধোঁকা দিলো। তারা সেই গাছের ফল খেয়ে ফেললেন!

এরপর ঘটল অবাক-করা এক কাণ্ড। তাদের গায়ে-থাকা জান্নাতের পোশাক খুলে গেল! এতে আদম ও তাঁর স্ত্রী খুব লজ্জা পেলেন। জান্নাতের লতাপাতা দিয়ে তারা নিজেদের শরীর ঢাকতে লাগলেন।

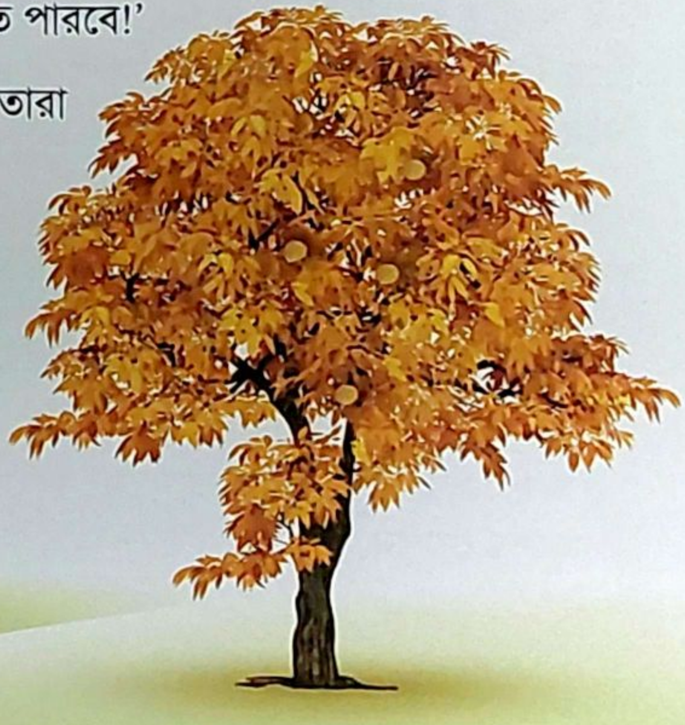

আলোচনাটি 'সূরা আ'রাফ'-এর ২০-২২ নং আয়াত অনুসারে সাজানো হয়েছে।

ছোটদের আদব সিরিজ

ইলম শেখার আদব

সত্যায়ন
প্রকাশন

হোসাইন-এ-তানভীর

১ সব কিছুরই আদব আছে

আদব মানে ভদ্রতা। আদব মানে সব কিছুতে নিয়ম-নীতি মেনে চলা। যার মাঝে আদব নেই, তাকে বলে বেয়াদব বা অভদ্র।

উত্তম আদব ও আখলাক শেখানোর জন্য আল্লাহ তাআলা পাঠিয়েছেন নবিজিকে। নবি ﷺ আমাদেরকে সব কিছুর আদব শিখিয়েছেন। তিনি শিখিয়েছেন কীভাবে খাবার খেতে হয়, কীভাবে সালাম দিতে হয়, কীভাবে কথা বলতে হয়, কীভাবে খেলাধুলা করতে হয়, কীভাবে জীবনের সব কাজ করতে হয়!

এসব শুনে মুশরিকরা ঠাট্টা-বিদ্রুপ করত মুসলিমদের। একদিন এক মুশরিক এসে বলল, 'তোমাদের নবি নাকি সব কিছুর নিয়ম শেখান? কীভাবে টয়লেট করতে হয় সেটাও শিখিয়েছেন নাকি?'

সাহাবি সালমান رضي الله عنه বললেন, 'নিশ্চয়ই! তিনি নিষেধ করেছেন কেউ যেন কা'বার দিকে মুখ করে পেশাব-পায়খানা না করে। এ কাজে যেন কেউ ডান হাত ব্যবহার না করে। আর গোবর ও হাড় দিয়ে কেউ যেন ইসতিনজা না করে।'

সব কাজেরই নিয়ম আছে। এটাই আদব। আদবের সাথে করলে সব কাজ সুন্দর হয়। তাই কোনো আদবই ছোট নয়।

নবি ﷺ বলেছেন, "সন্তানকে উত্তম আদব শেখানো পিতার পক্ষ থেকে শ্রেষ্ঠ উপহার।"

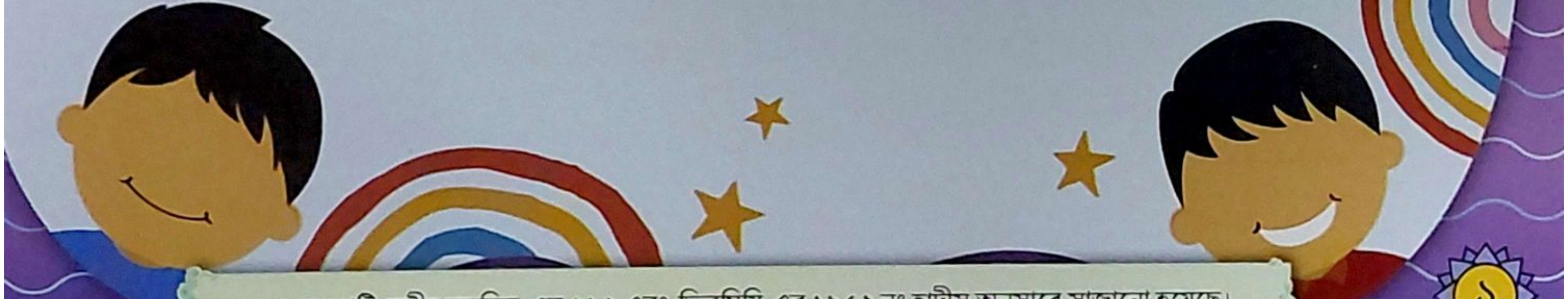

আলোচনাটি *সহীহ মুসলিম*-এর ২৬২ এবং *তিরমিযি*-এর ১৯৫২ নং হাদীস অনুসারে সাজানো হয়েছে।